মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার,

এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, আই-ই-এস্‌

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

১৩২৬

আষাঢ়

মূল্য ৷৵৹ আনা।
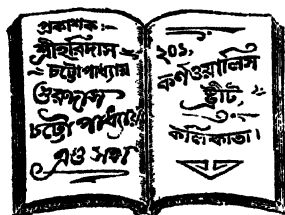
মানসী প্রেস

১৪।এ রামতনু বসুর লেন,

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী

অকৃত্রিম বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন

করকমলেষু

"সত্য প্রিয় হউক আর অপ্রিয় হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত-মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব ; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।"

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার।

ভূমিকা

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার

এম-এ, পি আর্-এস্, আই-ই-এস্]

'মুঘল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর রচনা আমি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছি। গ্রন্থখানি ছোট হইলেও অতি মনোরম, শিক্ষাপ্রদ, এবং ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি এ সম্বন্ধে নানাস্থানে-ছড়ান ছোট ছোট তথ্য একত্র করিয়া, তাহা হইতে যতটুকু অনুমান যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, ততটুকু মাত্র লইয়া এই সব উপকরণের পুটপাক করিয়া, একটি ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক চরিত্রই স্পষ্ট এবং বিশেষত্বে চিহ্নিত। উপকরণের অভাবে স্থানে স্থানে ফাঁক রাখিতে হইয়াছে,—জীবনী কখন কখন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অবিমিশ্র কল্পনার সাহায্য লইয়া বা অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে এই সব চরিত্র-চিত্রগুলি দীর্ঘতর, পূর্ণতর, এবং অধিকতর মন-আকর্ষণকর করা যাইতে পারিত। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রধান গৌরব এই যে, তিনি এই লোভ সংবরণ করিয়াছেন,—ইতিহাসকে নবেলে পরিণত করেন নাই। যাহা সত্য তাহাই দিয়াছেন, যাহা কাল্পনিক বা অসত্য প্রবাদমাত্র তাহা নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিয়াছেন; ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য করিয়াছেন;—লাভ-লোকসানের দিকে তাকান নাই।

কিন্তু ফল ভালই হইয়াছে। অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাস্থান হইতে যে সব ঐতিহাসিক সত্য এখানে একাধারে সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহা স্বভাবতঃই অতি মনোরম, এবং আর কোন ইংরাজী বা বাঙ্গালা গ্রন্থে তাহাদিগকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এই ছোট পুস্তিকাখানি খাঁটি জ্ঞানবৃদ্ধির উপাদান হইয়া রহিবে।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়টি যেমন মনোরম, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ, সাম্রাজ্যের যাঁহারা অনেক সময় প্রকৃত প্রস্তাবে 'রাজার উপর রাজা' ছিলেন, সেই সব মহিলাগণ পর্দ্দার ভিতর কি খাঁচার পাখীর মত বাস করিতেন? তাঁহারা কি অজ্ঞান-তিমিরে মগ্ন থাকিয়া শুধু পুরুষের বিলাসের উপাদান হইয়া জীবন কাটাইতেন? না, শিল্প ও কলা, কাব্য ও সঙ্গীত দ্বারা নিজ নিজ জীবন আলোকিত – উন্নত, শিব ও সুন্দর করিতেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সমসাময়িক দলিলের সাহায্যে যে গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতীয়-পাঠকের হৃদয় অধিকার করিবেই।

সে সময় অবরোধের মধ্যেও যথেষ্ট ফাঁকা স্থান, মুক্ত বাতাস ও স্বাধীনতা ছিল। জনসংখ্যা তত বেশী ছিল না, রেল ছিল না। উপবন, বাগান, শিকারের জন্য রক্ষিত জঙ্গল, ভ্রমণের জন্য কাশ্মীরের শত শত ঝরণা, উপত্যকা, চেনার-বাগ্ প্রচুর ছিল। রাজ-প্রাসাদের মধ্যে আঙ্গুরী-বাগ্ ছোট হইলেও, বাহিরে যমুনার সৈকত অথবা খোলা মাঠ ছিল; আর ছিল,—রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রশস্ত উদ্যান—তাহার মধ্যে জলাশয় ও ফোয়ারা, চারিদিকে অলজ্ঘ্য

দেওয়াল ; আর মধ্যে মধ্যে হাতীর উপর পর্দ্দা-ঘেরা হাওদা (আম্বারী) চড়িয়া দূরে ভ্রমণ বা কাশ্মীর-যাত্রা। সুতরাং ইঁহারা ঠিক অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন না,—বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মুখোমুখী আলাপ হইত।

আবার ইরাণ হইতে আগত শিক্ষয়িত্রী, তুরাণের ফেরীওয়ালী, অথবা আরবের স্ত্রী-হাজী প্রায়ই দেশ-বিদেশের হাওয়া হারেমের মধ্যে আনিয়া দিত। প্রবীণা বিধবা রাজ-পুরললনাগণও তীর্থযাত্রা করিতেন। এইরূপে জ্ঞানের আদান-প্রদানের পথ খোলা ছিল। পাল্‌কীটা সব সময়ে ঘাটাটোপ্‌ দিয়া ঢাকা থাকিত না।

অর্থ, বিশ্রাম ও শিক্ষার ফলে কলার চর্চ্চা হারেমে বেশ অগ্রসর হইত, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য বর্ত্তমান নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরিল, দেশময় অশান্তি ও বিপ্লব, তখন হইতে ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পুরনারীগণ যথার্থই খাঁচার পাখী হইলেন।

———— ঃ*ঃ ————

গ্রন্থকারের

জহান্-আরা

শীঘ্রই প্রেসে যাইবে।

আত্মকথা

মোগল-শাসনাধীন ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল—ইতিহাস ইহার অবিরোধী প্রমাণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার যে-সমস্ত নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী দু'একজন লেখক এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই উপযুক্ত শ্রমস্বীকার করিয়া, আলোচ্য-বিষয়ের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমার গুরুস্থানীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক, অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়া, আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট সুহৃদ্বর শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক অঙ্কিত। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রগুলির ব্লক ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পরিশেষে যাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ ব্যতীত 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' এত শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ, আমার সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৮।২।২ বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

মোগল-আমলে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না,—ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া মোগল-মহিলাগণ জীবন-যাপন করিতেন, ইতিহাস এ মত সমর্থন করে না। সাহিত্যে সঙ্গীতে, শিল্পকলায় কাব্যে যাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ জগদ্বিখ্যাত, এবং যাহার নিদর্শন কালের করাল প্রভাব উপেক্ষা করিয়া এখনও বিদ্যমান, সুষমার মোহন-মন্ত্রে যাঁহারা ভোগৈশ্বর্য্যবিলাসের উপাসনা করিতেন, সেই সৌন্দর্য্য-বিভোর জাতি যে জীবন-সঙ্গিনীগণের হৃদয়-মনের উৎকর্ষ-বিধানে উদাসীন ছিলেন, একথা প্রত্যয় করা কুসংস্কার। অবশ্য যে উদার শিক্ষা গৃহকোণে আরব্ধ হইয়া বিশ্বসমাজ-সংসর্গে বহুদর্শিতা ও ভূমাজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, কঠোর অবরোধরুদ্ধা মোগল-মহিলাগণের তাহা সুদূরপরাহত ছিল; কিন্তু যে শিক্ষা এবং চর্চ্চায় কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র মনোরম উদ্যানে পরিণত—খনির মণি রাজরাজেশ্বরের

পূর্ব্বভাব

শিরোভূষণ হয়, মোগলের অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে তাহার অভাব ছিল না ;—অতীত-সাক্ষী ইতিহাস ইহার অবিরোধী প্রমাণ।

সত্য বটে সাধারণ গৃহস্থ-বালিকা ও রমণীগণের শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন কথা লিপিবদ্ধ নাই, এবং বিদ্যাচর্চ্চাও যে ইঁহাদের মধ্যে অধিকদূর অগ্রসর হইত, তাহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; কেননা একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স (বোধ হয় আট বৎসর) অতিক্রান্ত হইলে মুসলমান-বালিকাগণের বিদ্যালয়-গমন নিষিদ্ধ ছিল, এবং অর্থের অস্বচ্ছলতাহেতু অনেক গৃহস্থ, অন্তঃপুরে শিক্ষাবিধান করিতেও সমর্থ হইতেন না ; সুতরাং শৈশবে প্রকাশ্য-বিদ্যালয়ে গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভেই অধিকাংশ গৃহস্থ-ললনাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও সম্রাট্-বংশীয়াগণের এ সম্বন্ধে অধিকতর সুযোগ ছিল। পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে শাহ্জাদীগণকে লিখিতে ও পড়িতে শেখান হইত ; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ-কন্যার ন্যায় তাঁহারা প্রকাশ্য-বিদ্যালয়ে যাইতেন না ; হারেমের মধ্যে 'আতুন্' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষালাভ করিতেন এবং তাহাও স্বল্পকালের নিমিত্ত নহে। ১৭।১৮ বৎসরের পূর্ব্বে শাহ্জাদীগণের বিবাহ হইত না ; তৎকালাবধি বিদ্যাচর্চ্চাই তাঁহাদিগের বিশেষ অবলম্বন ছিল। কেহ কেহ পরিণয়ান্তে পরিণত বয়সাবধি বিদ্যালোচনায় রত থাকিতেন, কাহারও বা অনূঢ় জীবন একান্তে জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত হইত।

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

●

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বাগ্রে বাদ্‌শাহ্‌গণের অন্তঃপুরের সন্ধান লইতে চাই; কেননা সেখানেই অবরোধ-প্রথ আপনার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিবার অবকাশ পাইয়াছিল অসার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসে বিভোর হইয়া মোগল-শুদ্ধান্ত-বাসিনীবৃন্দ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতেন, ইহাই সাধারণের ধারণা; কিন্তু ইতিহাসে আমরা যে-সকল মোগল-মহিলার পরিচয় পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের ঔৎকর্ষ সত্যসত্যই আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। তাঁহাদের সুশিক্ষার পরিচয়—তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে ও কাব্যে—তাঁহাদের ভাবের নির্ম্মলতায়, সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারায়, কলাকুশলতায় এবং বিশুদ্ধ রুচিতে বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, আমরা সংক্ষেপে এই তথ্যের আলোচনা করিব।

বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকাল

যে-সকল পুণ্যশীলা, দানরতা, জ্ঞানগরিমাশালিনী মহিয়সী মহিলার নাম মোগল-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য, বেগম **গুল্‌বদন্‌** তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা অক্লান্তকর্ম্মী, অধ্যবসায়-শীল সম্রাট্ বাবরের কন্যা, উত্থান-পতনের বিচিত্র লীলানায়ক

বীয়াতের স্মৃতিকথা লিখিত হইয়াছে, খুব সম্ভব গুল্‌বদনের উল্লিখিত আদেশ-প্রচারের কথা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'হুমায়ূন্‌-নামা' ন্যূনাধিক ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (৯৯৫ হিজ্‌রা) লিখিত হয়। আবুল্‌-ফজল্‌ হুমায়ূন্‌-নামা সম্বন্ধে নির্ব্বাক; তবে তিনি যে 'আক্‌বর-নামা'-রচনাকালে বেগমের পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। *

হুমায়ূন্‌-নামার প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই বাবরের আত্মজীবনচরিত-অবলম্বনে লিখিত; কারণ পিতার মৃত্যুকালে গুল্‌বদনের বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বাবরের রাজত্বকালের চাক্ষুষ বিবরণ জানিবার আশা করা যায় না। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে; হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বাবধি ইতিহাস এই পরিচ্ছিন্ন পুস্তকের শেষ সীমা। গুল্‌বদন্‌ হুমায়ূন-নামা রচনা করিয়া ইতিহাসের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত না হইলে বোধ হয় বাবরের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনবর্গ ও তৎকালীন অন্যান্য কয়েকটী পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত আমাদের অজ্ঞাত থাকিত।

* *Humayunnama*, p. 78*n*.

বাবর ও হুমায়ূনের ইতিহাস-রচয়িতা আরস্কিন্ (Erskine) সাহেবেরও হুমায়ূন্-নামা দৃষ্টিগোচর হয় নাই; ইহার সাহায্য পাইলে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বাবরের পুত্রপরিবারবর্গের কাহিনী অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিত। গুল্‌বদন্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে হুমায়ূন্-নামাই ঐতিহাসিকদিগের প্রধান অবলম্বন।

নিজের বা আত্মীয়স্বজনগণের অযশস্কর বিষয় অথবা জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা গোপন করিবার প্রয়াস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। জহাঙ্গীর কেমন করিয়া মিহ্‌র-উন্নিসাকে (নূরজহান্) লাভ করেন, আত্মকাহিনী 'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী'তে তাহার উল্লেখ করেন নাই। কেবল জহাঙ্গীর কেন, বাবরও তাঁহার আত্মকাহিনী 'তুজুক্-ই-বাবরী'তে শাহ্ ইস্‌মাইলের নিকট তাঁহার অধীনতা-স্বীকার, ঘাজ্‌দওয়ানের পরাজয়-ব্যাপার ও আলম্ লোদীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারের কথা একেবারে গোপন করিয়াছেন। এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে স্নেহময়ী গুল্‌বদন্‌ও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই; পিতার আদর্শে তিনিও স্বীয় গ্রন্থে সহোদর ভ্রাতা হিন্দাল্ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুমায়ূনের ত্রুটি-সকল আবরণ করিতে যত্নবতী হইয়াছেন। হুমায়ূন্-নামায় প্রদত্ত তারিখগুলিও সাবধানে গ্রহণ করা উচিত, কারণ এ সম্বন্ধে অনেকস্থলে তাঁহার নারীসুলভ অসাবধানতা বিদ্যমান।

হুমায়ূন্-নামাই গুল্‌বদনের একমাত্র কীর্ত্তি নহে; তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে বহু ফার্সী কবিতার রচয়িত্রী বলিয়াও তিনি জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা। মীর্ মহ্‌দী শীরাজী 'তাজ্‌কিরতুল্ খওয়াতীনে' তাঁহার কোন কবিতার এই দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"হর্ পরী কেউ বা-আশিক্-ই-খুদ্ ইয়ার নীস্ত।
তূ ইয়াকীন্ মীদান্ কি হেচ্ অজ্ উমর্ বর্-খুর্দার্ নীস্ত।"

অর্থাৎ,—নিজ প্রেমিকের প্রতি বিমুখ প্রত্যেক পরী! নিশ্চয় জানিও যে, কেহই জীবন-রূপ ফল পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না। অর্থাৎ জীবন নশ্বর, তাহার মধ্যেই যতটুকু পার সুখভোগ করিয়া লও।

গুল্‌বদনের অধ্যয়ন-স্পৃহা অসামান্য ছিল। এই বিদুষী রমণী একটী পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তজ্জন্য তিনি নানা-স্থান হইতে বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (*Humayun-nama*, p. 79.)

বাবর ও হুমায়ূনের পরবর্ত্তী রাজত্বকালে রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী-গণকে নিয়মিত শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত প্রথম আমাদের দৃষ্টি-

জহান-আরা

Corridor leading to the Khwabgah

Girl's School

STONE PAVED COURT

PORTICO

Corridor leading to the Girls School

TANK
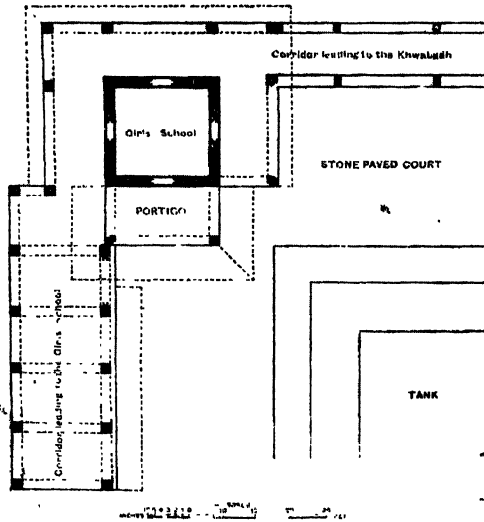
সীক্‌রীর রাজপ্রাসাদস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের নক্‌শা

গোচর হয়। আক্‌বর-প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর সীক্‌রীর রাজভবনে কয়েকটী কক্ষ শাহ্‌জাদীগণের পাঠাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাসাদের ঠিক কোন্ অংশে এই বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্মিথ্ সাহেবের *Architecture at Fathpur Sikri* (Pt. i. p. 8) গ্রন্থে প্রদত্ত নক্‌শা হইতে তাহা জানা যায়।

আক্‌বরের রাজত্বকাল

পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌দ্বয়ের রাজ-অন্তঃপুর-আকাশে গুল্‌বদন্ ব্যতীত অন্য কোন জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল কিনা, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করে না; কিন্তু আক্‌বরের রাজত্বকালে একাধারে যুগল-নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম—

সলীমা সুলতান্ বেগম;—সম্রাট্ আক্‌বরের হারেমে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুরা, বুদ্ধিমতী এবং বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল; ইনি বাবরের দৌহিত্রী,—হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা, এবং অজ্জিতশৌর্য্য মোগল-সেনাপতি বয়রাম্ খাঁর গৌরব-তিলক—রাজপ্রসাদ-নিদর্শনস্বরূপিনী আদরিণী পত্নী। অমিতবীর্য্য আফ্‌গান্-সূর্য্য শের শাহ্ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া হুমায়ূন্ যখন 'ফকীরী'-গ্রহণের কল্পনা করিতেছিলেন, তখন বীরবর বয়রামের উত্তেজনাতেই তিনি পারস্য-সম্রাটের নিকট গমন করিয়া সহায়তা প্রার্থনা করেন। মগধের একজন নগণ্য ভূম্যধিকারীর পুত্র সম্রাট্-বংশধরকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে

শুনিয়া, পারস্য-সম্রাট্ রাজ-অতিথিকে সাহায্যদানে সম্মানিত করিলেন। পারস্য-বাহিনী সহায়ে এবং বয়রামের অলৌকিক বীর্য্য-বলে হুমায়ূনের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধৃত হয়। চিরহতভাগ্য সম্রাট্ দুর্দ্দিনের বন্ধুকে বিস্মৃত হ'ন নাই। তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, ভারত-বিজয় হইলেই ভাগিনেয়ী সলীমার সহিত বিবাহ দিয়া বয়রাম্‌কে রাজ-আত্মীয়রূপে গৌরবান্বিত করিবেন। সম্রাট্ প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন; কিন্তু বয়রামের ভাগ্যে এই দুর্ল্লভ নারীরত্ন দীর্ঘকাল ভোগ হইল না,—বিবাহের তিন বৎসর পরে জনৈক গুপ্তঘাতক তাঁহাকে নিহত করে। বয়রামের কণ্ঠচ্যুত রত্নহার সম্রাট্ আক্‌বর স্বয়ং সাদরে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন।

অনপত্যা সলীমা তাঁহার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত স্নেহরাশি কুমার সলীমের (জহাঙ্গীর) উপরেই বর্ষণ করিয়াছিলেন। সপত্নী-সন্তান হইলেও তিনি সলীম্‌কে গর্ভজ-পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সলীম্ যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, সেই সময় পুত্রের দুর্ম্মতি-অপনোদনের জন্য সলীমা স্বয়ং এলাহাবাদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হ'ন এবং নানারূপে বুঝাইয়া কুমারকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া আসেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এই বিদুষী মহিলার মধ্যস্থতা ব্যতীত এই বিদ্রোহানল যে কিরূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

বিদুষী সলীমার অধ্যয়ন-স্পৃহা যেমন বলবতী, তাঁহার অধীত পুস্তকের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য তেমনই বিশাল। বদায়ূনী বলেন (Lowe ii, 389, 186) সলীমা 'বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বদায়ূনী স্বয়ং গদ্য ও পদ্যে পারস্য-ভাষায় এই পুস্তক অনুবাদ করিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন 'খিরদ্-আফ্জা'। কবিতা-রচনাতেও সলীমার বিপুল প্রতিভা ছিল। 'মখ্ফী' (গুপ্ত-ব্যক্তি) এই ছদ্মনাম দিয়া তিনি বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সলীমার নিম্নলিখিত বয়েৎটী তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়া খাফি খাঁর গ্রন্থে (K. K. i. 276) উদ্ধৃত আছে :—

"কাকুলৎ রা মন্ জেমস্তী রিষ্তা-ই-জান্ গোফ্তা আম্।
মস্ত্ বুদম্ জীঁ সবব্ হর্ফ-ই পরেশান্ গোফ্তা আম্।" *

অর্থাৎ—মোহবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন সূত্র' বলিয়াছি, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ।

খাফি খাঁর গ্রন্থে ধর্ম্মপ্রাণা সলীমা 'খাদিজা-উজ্-জমানী' অর্থাৎ 'বর্ত্তমান যুগের খাদিজা' (মুহম্মদের প্রথম স্ত্রী) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সম্রাট্ জহাঙ্গীর স্বীয় আত্মকথা 'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী'তে

* See also *Masir-ul-Umara*, Vol. I. Eng. Trans., p. 371.

সলীমার প্রকৃতিদত্ত গুণরাশি, মানসিক ঔৎকর্ষ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুশিক্ষার বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। *

সলীমার ন্যায় সমুজ্জল প্রতিভাশালিনী না হইলেও সম্রাট্ আক্‌বরের হারেমের দ্বিতীয় নক্ষত্র মাহম্ আনগা। ইনি সম্রাট্ আক্‌বরের প্রধান ধাত্রী। মোগল-যুগে যে সমস্ত মহিলা শিক্ষা-বিস্তারকল্পে স্বস্ব নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাহম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন সুশিক্ষিতা রমণী এবং শিক্ষার প্রসারকল্পে দিল্লীতে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় 'মাহম্ আনগার মাদ্রাসা' নামে পরিচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই মাদ্রাসার প্রতিকৃতি Hearn's *Seven Cities of Delhi* পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

জহাঙ্গীরের রাজত্বকাল

বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা এবং অপরূপ রূপলাবণ্যপ্রভায় যে সীমন্তিনী মোগল-রাজত্বের মধ্যাহ্ন-যুগ আলোকিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জগজ্জ্যোতিঃ নূরজহান্—চতুর্থ মোগল-সম্রাট্ জহাঙ্গীরের জীবনস্বপ্ন। মানব-জীবনে সময়ে-সময়ে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তনই

* সলীমার বিস্তৃত জীবন-কাহিনী :—'Salima Sultan'—H. Beveridge, *J. A. S B.*, 1906 ; *Humayunnama*—Mrs. Beveridge's notes. See Appendix.

সম্রাজ্ঞী নূরজহান্

না সাধিত হয়! অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে; কিন্তু দৈন্যের প্রকটমূর্ত্তি মরুভবন হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন অতি দীর্ঘ পদক্ষেপ! আমরা যাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, তিনি মরুভূমির সন্তান—মরুর মতই চিরপিপাসাতুরা; ইঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। নূরজহানের প্রকৃত নাম—মিহ্‌র-উন্নিসা। জহাঙ্গীর যখন কুমার সলীম্, সেই সময় তিনি কিশোরী মিহ্‌রের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আক্‌বর সে রূপ-মোহ ছিন্ন করিবার জন্য শের আফ্‌কনের সহিত বিবাহ দিয়া মিহ্‌রকে যুবরাজের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিলেন; কিন্তু চতুর-চূড়ামণি, ভারতের অদ্বিতীয় কূটনীতিজ্ঞ সম্রাট্‌ও এই কুহকিনী কিশোরীর দুশ্ছেদ্য মোহপাশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সলীমের কিশোর-স্বপ্ন ছুটিল না। ভুবনবিজয়ী ‘জহাঙ্গীর’ নাম লইয়া সলীম্ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু নিজহৃদয় জয় করিতে পারিলেন না। মিহ্‌র—মিহ্‌র—এখনও সেই মিহ্‌র। নন্দনের কুসুমে তাঁহার হারেম পরিপূর্ণ, কিন্তু সেখানে পারিজাত নাই। বৃথা দিল্লীর সিংহাসন, বৃথা মোগল-সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, বৃথা তাঁহার জীবনধারণ;—মরু-দুহিতা মিহ্‌র বিহনে সব মরুময়। এই দুর্লভ রমণী-মণি লাভ করিবার জন্য সম্রাট্ শের আফ্‌কন্‌কে হত্যা করাইলেন। মিহ্‌র তাঁহার

হারেমে আসিলেন। মুগ্ধনেত্র সম্রাট্ দেখিলেন, যে কিশোর-কলিকা একদিন তাঁহার করচ্যুত হইয়াছিল, আজি তাহা প্রস্ফুট কুসুম—বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার সৌরভে গৌরবময়ী। আজ সম্রাটের মনে হইল, তাঁহার ভুবনবিজয়ী জহাঙ্গীর নাম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু ধীরে-ধীরে সম্রাট্‌কে সম্পূর্ণ করায়ত্ব না করিয়া মিহ্‌র আত্ম-সমর্পণ করিলেন না। ক্রমে সম্রাট্, সিংহাসন, সাম্রাজ্য,—একে একে সকলই মিহ্‌রের করগত হইল। জহাঙ্গীর আদরে তাঁহার নামকরণ করিলেন—নূরজহান্।

ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগকে নূরজহানের রাজত্বকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট্ নিজেই বলিতেন, 'নূরজহান্‌কে আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও রাজ্যভার-গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর শাসন-কার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি। আমি মাত্র একটু মদ্য ও কিঞ্চিৎ মাংস পাইলেই সন্তুষ্ট।' প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যই নূরজহান্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত—জহাঙ্গীর নামেমাত্র সম্রাট্ ছিলেন। প্রজাবর্গ নূরজহান্‌কে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষেই দেখিত। কেহ তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী হইলে নূরজহান্ কখনও তাহাকে বঞ্চিত করিতেন না। তিনি বহু অনাথ বালিকাকে অর্থসাহায্য করিতেন; এমন কি স্বীয় ব্যয়ে অন্যূন পাঁচশত বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

এই বিদুষী ললনা যেমন সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ, উদ্ভাবনী-শক্তি এবং ললিত শিল্পকলাজ্ঞান তেমনই অনন্য-সাধারণ ছিল। শুনা যায়, 'অতর্-ই-জহাঙ্গীরী' নামক গোলাপ-সার তাঁহারই আবিষ্কার।* পেশোয়াজের দুদামী, পাঁচতোলিয়া, বাদ্‌লা, কিনারী এবং ফরাস্-ই-চন্দনী (চন্দন-কাষ্ঠের বর্ণবিশিষ্ট কার্পেট) তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত। †

অভিনব আদর্শের বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার ও নারী-পরিচ্ছদ প্রচলন করিয়া নূরজহান্ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আপাদ-লম্বিত নিচোল-ব্যবহার ইঁহারই প্রবর্ত্তন। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্ভ্রান্ত ললনাগণ যে নিচোল ব্যবহার করিতেন, তাহা ইঁহারই অনুকরণে। নূতন ধরণের একপ্রকার আঙ্গিয়া সে সময়

* অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশ, ইহা নূরজহান্-জননীর আবিষ্কার। See *Tuzuk-i-Jahangiri,* i. pp. 270-271; Gladwin's *Reign of Jahangir*, p. 24.

† দুদামী—ওজনে দুই দাম (তামার ৪০ দামের মূল্য এক টাকা); পাঁচতোলিয়া—ওজনে পাঁচ তোলা। See Blochmann, i. 510.

পেশোয়াজ—Gown; দীর্ঘঅবগুণ্ঠন—Veils; বাদ্‌লা—Brocade; কিনারী—Lace; নিচোল—Skirt; আঙ্গিয়া—Bodice.

তাঁহারই নামে সাধারণে পরিচিত হইয়াছিল। ওড়নার ব্যবহারে তিনিই পথপ্রদর্শিকা।*

এই আশ্চর্য্য ললনার রন্ধন-নৈপুণ্যও লোকবিখ্যাত। সম্রাটের তৃপ্তিসাধনের জন্য তিনি নিত্য নব নব মুখরোচক আহার্য্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় সুপাচিকা তখন বিরল ছিল। ভোজনাধার (দস্তরখান্) সজ্জিত করিবার অভিনব প্রণালী ও উপায় উদ্ভাবন, এবং ভোজ্যদ্রব্যগুলি কুসুমাকারে প্রস্তুত করিয়া এই সুন্দরী রমণী সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন।†

নূরজহানের সৌন্দর্য্যানুভূতি ও কলানুরাগের পরিচয় তাঁহার নির্ম্মিত উদ্যান, অত্যুচ্চ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যে আরও স্ফুটতররূপে

* 'The Begum herself introduced several improvements in ladies' dress. The full-flowing skirt, afterwards travestied in the Court of Lucknow, the bodice which bore her name, and the pretty scarf at one time in fashion were her inventions.' See 'Influence of Women in Islam'—Justice Ameer Ali, *The 19th Century*, 1899, p. 769.

† 'This accomplished lady also devoted some attention to the development of culinary art and the decoration of

প্রকাশিত। জহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—'তৎকালে এমন নগর বা শহর ছিল না, যেখানে নূরজহানের কীর্ত্তিরাজি সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করে নাই।' মহিষী নূরজহান্ নয়নাভিরাম 'নূর-সরাই' * প্রস্তুত করাইয়া মুসাফীরদিগের চিরকৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীতীরে অবস্থিত ছায়াশীতল চেনার-বৃক্ষসমন্বিত 'নূর-আফ্‌শান্' † উদ্যান এবং লাহোরের 'শালিমার বাগ' তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত।

সঙ্গীতের প্রতি নূরজহানের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, এবং এই ললিত-কলার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুধাস্রাবী গীতি শ্রোতাকে শোকদুঃখময় জগতের কথা ভুলাইয়া দিত।

কেবল নারীসুলভ নৈপুণ্যে নয়, এই লোকললামভূতা ললনার মৃণাল ভুজদ্বয় সময়-সময় যে পৌরুষের পরিচয় প্রদান করিত, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। মৃগয়া-ব্যাপারে ইঁহার অদ্ভুত

the dinner-table, or to speak more correctly, the *dastarkhan*. The fashion of dressing dishes in the shape of flowers, which afterwards so astonished and amused the Persian Nadir Shah, is said to have been originated by her.' *Ibid*, pp. 769-70.

*** Cunningham, *Arch. Reports*, XIV, p. 62.**

† Abdul Hamid's *Padishahnamah*, I. B. p. 27.

পটুত্ব মনে অকপট বিস্ময়ের উদয় করে। দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে জহাঙ্গীর একদিন নূরজহান্‌কে লইয়া শিকারে বহির্গত হ'ন। ভৃত্যেরা চারিটী ব্যাঘ্রকে বেষ্টনী-মধ্যগত করিলে, নূরজহান্ স্বহস্তে তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি লইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার ভিতর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুইটি ব্যাঘ্রকে দুইটী গুলিতে, এবং অবশিষ্ট দুইটাকে, দুইটী করিয়া চারিটী গুলিতে বধ করেন। 'তুজুকে' সম্রাট্ স্পষ্টই লিখিয়াছেন, তিনি ইতঃপূর্ব্বে এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যে ব্যাঘ্র-শিকার দেখেন নাই। এই উপলক্ষে সম্রাটের একজন সভাসদ্ নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন :—

"নূরজহান্ গর্‌চে বাসুরৎ জন্ অস্ত্।
দর্ সফ্-ই-মর্দান্ জন্-ই-শের-আফ্‌কন্ অস্ত।"

অর্থাৎ,—নূরজহান্ যদিও আকৃতিতে স্ত্রীলোক, কিন্তু বীরপুরুষের দলে তিনি ব্যাঘ্রহন্ত্রী নারী। দ্বিতীয়ার্থে শের আফ্‌কনের স্ত্রী।

আরবী ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিদুষী মহিলা বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। * 'মখ্‌ফী' ছদ্মনাম লইয়া পারস্যভাষায় তিনি বহু

* 'The Influence of Women' in Islam—Justice Ameer Ali, *The 19th Century*, 1899, p. 767.

কবিতা রচনা করেন। কীন্ (Keene—*Or. Bio. Dic.*, 304) বলেন, যে সমস্ত গুণের জন্য নূরজহান্ সম্রাটের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,উপস্থিতমত কবিতা-রচনা তাহার অন্যতম।† লাহোরে তাঁহার সমাধিগাত্রে খোদিত নিম্নলিখিত কবিতাটী তাঁহারই রচনা বলিয়া জনসাধারণের ধারণা :—

"বর্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে
না পরে পর্ওয়ানে আয়েদ্ না সদায়ে বুলবুলে।"

অর্থাৎ— দীন আমি,—পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে
জ্বেল না আলোক মম সমাধি-আগারে।
আকর্ষিতে বুল্বুল্ আকুল সঙ্গীত—
কোর না কুসুমদামে কবর ভূষিত।

যে রূপবহ্নি নির্ব্বোধ মানব-পতঙ্গের মর্ম্মদাহের কারণ, প্রেমিক আকুলকণ্ঠে যে পুষ্পিত যৌবনের স্তুতিগান করে, সেই নর-সৌন্দর্য্যের পরিণাম ভাবিয়া নূরজহান্ সমাধি'পরে অক্ষয়

† "Besides being thoroughly versed in Persian and Arabic literature she was highly musical and possessed the talent of improvising—an art which was dying out among Moslem ladies." *Ibid.*

অক্ষরে তাঁহার মর্ম্মবাণী চিরাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের অন্তিম-দশায় মূর্ত্তিমতী শোকস্বরূপিণী বিধবা বুঝিয়াছিলেন, রূপযৌবন ক্ষণিকের প্লাবন; ঐশ্বর্য্য মান, প্রভুত্ব-গর্ব্ব, সকলই অচিরস্থায়ী। হায়, আজ কোথায় সে কটাক্ষ—যাহার প্রভাবে বীরহৃদয় বিকম্পিত হইত? কোথায় সে মৃণালবাহু—যাহা ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড হেলায় চালনা করিয়াছে? এই শিথিল, শীর্ণ, শিরা-সমন্বিত ভুজদ্বয় কি সেই নিটোল নধর কর—যাহা আদরে কণ্ঠলগ্ন করিবার জন্য ভারত-সম্রাট্ একদিন লালায়িত হইয়াছিলেন? রাজমুকুট-মণ্ডিত কোথায় সে সুবঙ্কিম শুভ্র ললাট? এই রজতরেখাঙ্কিত রুক্ষকেশ কি সেই চিকণ কৃষ্ণকুন্তল? কোথায় সেই প্রতাপ, যাহার সমক্ষে সাগরাম্বরা তুষার-কিরীটিনী ভারতভূমি অবনত হইত? আর—আর—কোথায় সেই দয়িত, যিনি সেই লোচন-লোভন রূপরাশি হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত নরহত্যায় বিমুখ হ'ন নাই? কোথায় সেই পুষ্পিত যৌবন? আর কোথায় সে বুল্‌বুল্, যে কুসুমিত-কৈশোরের শ্রবণে সুধাময়ী মর্ম্মগাথা বর্ষণ করিত? এই ছার নশ্বর-রূপের জন্য নরহত্যা হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর শিখা জ্বালিয়া আর পতঙ্গকে দগ্ধ করিও না। ভারতের রাজরাজেশ্বরী আজ দীনা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিহীনা। বিশাল ভারতভূমি যাঁহার বিলাসক্ষেত্র ছিল, অতি সঙ্কীর্ণ ধরাতল তাঁহার শয্যা—অন্ধকার আচ্ছাদন। তমাচ্ছন্ন কবর

কুসুম-সজ্জিত করিয়া বুল্‌বুলের প্রেমগাথায় এই নিবিড় শান্তি আর ভঙ্গ করিও না। জগজ্জ্যোতিঃ চিরান্ধকার চিরশান্তিতে নিমগ্ন হইয়া থাকুক। *

জগজ্জ্যোতিঃ নূরজহান্ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই ভারত-সম্রাটের হারেমে আর দুইটী অমল-স্নিগ্ধকিরণ নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল,—মুম্‌তাজ্-মহল্ ও জহান্-আরা।

যে লাবণ্যময়ী ললনার স্মৃতিমন্দির-ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া নীলসলিলা যমুনা ললিত-লহরী-লীলায় নশ্বর-প্রেমের জয়গান করিতেছেন,তাজ্‌মহলের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইতিহাসে প্রেমিক সম্রাট্ শাহ্‌জহানের প্রিয়-দয়িতা **মুম্‌তাজ্-মহল্** নামে খ্যাত।

শাহ্‌জহানের রাজত্বকাল

পতিপরায়ণা মুম্‌তাজের অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী, অপত্যস্নেহ, আশ্রিত-বাৎসল্য ও উদার বদান্যতার কথা ইতিহাস আজিও গৌরবে কীর্ত্তন করিতেছে। বিদুষী মুম্‌তাজ্ পারস্য-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জহান্-আরা—সম্রাট্ শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠাকন্যা; মুম্‌তাজ্-মহল ইঁহার জননী। অলোকসামান্য রূপরাশির

* নূরজহানের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী মৎরচিত "নূরজহান্" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জন্য তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল—'জহান্-আরা' বা জগতের অলঙ্কার।

শৈশবের শিক্ষা এবং সুহবৎ-সৌজন্য জহান্-আরার ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের বিশেষ সহায় হইয়াছিল। মুম্‌তাজ-মহল্ কন্যার উপযুক্ত শিক্ষাবিধানের জন্য সতী-উন্নিসা নামে এক উচ্চশিক্ষিতা সদ্বংশজাতা পুণ্যবতী মহিলাকে নিযুক্ত করেন। সতী-উন্নিসার একাগ্র চেষ্টায় শাহ্‌জহান্-নন্দিনী অল্পকালের মধ্যেই কুরাণ পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। ফার্সী ভাষায় জহান্-আরার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর।

নৈতিক বল এবং মানসিক মাধুর্য্যবিকাশে দেশকাল-পাত্রের যেরূপ শুভসংযোগ ও কল্যাণকর-প্রভাব প্রয়োজন, অভ্যাসকুশলা রাজবালার পক্ষে তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই; কেন না, যাঁহার অতুলনীয় জীবন, লোকাতীত রূপ গুণ, সহৃদয় সৌজন্য, মোহিনী বাক্‌পটুতা ও রাজনৈতিক প্রতিভার দুর্ল্লভ সমাবেশে সমুজ্জ্বল, সেই লোকললামভূতা নূরজহান্ তখনও রাজ-অন্তঃপুরে অমল রশ্মিপাত করিতেছিলেন। এই মহিয়সী মহিষীর মহান্ আদর্শে মোগলের অন্তঃপুর যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মুম্‌তাজ্ তাহা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এইরূপ আদর্শ-মাতা এবং মাতার পিতৃষ্বসার অজস্র যত্নসেচনে ও পুষ্টিকর পারিবারিক আব্‌হাওয়ার বেষ্টনে রাজ-অন্তঃপুরলতা জহান্-আরা

বৰ্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। শাহ্‌জহান্‌-সুতা জীবনে বিবাহ করেন নাই—আমরণ কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মোগল-বিদুষীদিগের মধ্যে জহান্‌-আরার স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনাই তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল,—বিশেষতঃ সুফী-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের আলোচনা। কুরাণে তাঁহার প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল; এই ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক বচনাবলী তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জহান্‌-আরা অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ * রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল 'মুনিস্‌-উল্‌-আর্‌ওয়া' নামে একখানি গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। ইহাতে আজ্‌মীরের সুবিখ্যাত সাধু মুঈন্‌-উদ্দীন্‌ চিশ্‌তী ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

'মুনিস্‌-উল্‌-আর্‌ওয়া' জহান্‌-আরার মৌলিক রচনা নহে;—ইহা প্রধানতঃ 'আখ্‌বার্‌-উল্‌-আখিয়ার্‌' ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। এই চিত্তগ্রাহী গ্রন্থ হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি, মার্জ্জিত রুচি এবং মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে

* আনন্দরাম মুখ্‌লিস্‌ তাহার 'চমনিস্তান্‌' গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) জহান্‌-আরার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জহান্‌-আরা দুই একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

গভীর ধর্ম্মভাব ও উন্নত-চিন্তার বহুল নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। ইহার লিখন-ভঙ্গী প্রাঞ্জল অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

সমসাময়িক ফার্সী-লেখকগণের চিরাভ্যস্ত দোষ—অনাবশ্যক উপমা ও অলঙ্কারে এই গ্রন্থ ভারাক্রান্ত নহে। যাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীযুক্ত ইয়াজ্‌দানীর প্রবন্ধে মুদ্রিত, 'মুনিস্' হইতে উদ্ধৃত, ফার্সী অংশটুকু ও আওরংজীব্‌কে লিখিত জহান্‌-আরার পত্রখানি পাঠ করিবেন। *

ডাক্তার রিউ (Dr. Rieu) আওরংজীব্‌কে লিখিত জহান্‌-আরার একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা 'রকাইম্-ই-করাইম্' গ্রন্থে উদ্ধৃত (*Or.* 1702) আছে। আকীল্ খাঁ রাজীর 'জাফর্‌নামা-ই-আলম্‌গীরী' ও 'অমল্-ই-সালিহ্' (fols 698-99) গ্রন্থদ্বয়ে জহান্‌-আরার যে পত্রখানির প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট আছে, এ পত্রখানি তাহারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। পত্রের বিষয়,—পিতৃ-বিদ্যমানে আওরংজীব্ সিংহাসন-অধিকারার্থ দাক্ষিণাত্য হইতে অভিযান করিলে, জহান্‌-আরা তাঁহাকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* *Panjab Historical Secy.'s Journal*, **1914, Vol. ii. pp. 152-69. 'Jahanara.'—G. Yazdani.**

"এই সময় কেহ যে রাজ্যে কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি করে, ইহা সম্রাটের অভিপ্রেত নহে; কারণ তাঁহার অসুস্থতা-নিবন্ধন রাজ্যশাসনকার্য্যে যে শৈথিল্য ও অব্যবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিতেছেন।

"তোমাকে লিখি—এই অভিযানে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করাই যদি তোমার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তোমার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পরিণামে অখ্যাতি-অর্জ্জন ব্যতীত আর কোনই ফললাভ হইবে না। আর দারার প্রতি বৈরিতাসাধন করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা ন্যায়ধর্ম্মের অনুগত হইবে না; কারণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মুসলমান-ধর্ম্মবিধি অনুসারে ও প্রচলিত রীতিনীতি মতে সর্ব্বদা পিতৃস্থানীয়। কাজেই তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কেহই অনুমোদন করিবে না। আমরা এই নশ্বর জগতে অতি অল্পদিনের জন্যই আসিয়াছি। মর্ত্ত্যভূমির আনন্দরাশি আমাদিগকে নানা অন্যায় কার্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করে।

"এই কার্য্য হইতে তোমার বিরত থাকা উচিত। সাধ্যমত সম্রাট্‌কে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা কর; কারণ ইহজগৎ ও পর-জগতের ভূমানন্দলাভের ইহাই একমাত্র উপায়। সম্রাট্‌কে ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।"

সরমূরের রাজা বুধপ্রকাশকে লিখিত জহান্-আরার ছয়খানি পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। (*J.A.S.B.*, July, 1911) গঢ়ওয়াল্-রাজ ও কয়েকজন পার্ব্বত্য-প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বুধপ্রকাশ বেগমকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সরমূর-রাজের শত্রুপক্ষ হইতেও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অভিযোগ আসিয়াছিল; এই কারণে জহান্-আরা বুধপ্রকাশকে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না; তিনি এ বিষয়ে শাহান্‌শাহ্‌র নিকট একখানি 'আরজ্‌দাশ্‌ত' প্রেরণ করুন।" এই সকল পত্র হইতে কেবলমাত্র জহান্-আরার বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না;—পরন্তু তিনি যে অনেক সময়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজ-কার্য্য-পরিচালনায় সহায়তা করিতেন, ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুল্‌তানেরা বাদ্‌শাহ্‌র অনুগ্রহ-ভিক্ষাকালে জহান্-আরার আশ্রয় লইয়া যে পত্র লিখিতেন, তাহা এখনও বিদ্য-মান আছে। দাক্ষিণাত্য-শাসনকালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা শুকোর দুর্ব্যবহারে উৎপীড়িত কুমার আওরংজীব্ মনের দুঃখ পিতাকে জানাইতে না পারিয়া, করুণার আধার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই লিখিতেন—সে সব পত্রও রক্ষিত হইয়াছে।

জহান্-আরা উদারহৃদয়া ও দানশীলা মহিলা ছিলেন; তিনি ধর্ম্মমন্দির ও রাষ্ট্রীয়-হিতকল্পে বহু সুরম্য অট্টালিকা-নির্ম্মাণকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সুন্দর প্রাসাদ-নির্ম্মাণে শাহ্‌জহানের যে ঐকান্তিক অনুরাগ ও সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে জহান্‌-আরা বহুল পরিমাণে তাহার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ জামী মস্‌জিদ্‌ তাঁহারই ব্যয়ে ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত। দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইবার পর জহান্‌-আরা সমাগত পদস্থব্যক্তিগণের অবস্থিতির জন্য এক অতি মনোরম ও বিরাট্‌ সরাই-এর প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পরিচালনের জন্য সুব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমান Delhi Institute ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডের উপর এই সরাই প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখন আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল অতীত-সাক্ষী ইতিহাসই 'বেগম সরাই'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দিল্লী, আগ্রা, আম্বালা ও কাশ্মীরে জহান্‌-আরা বহু নয়নাভিরাম উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরস্থ উদ্যানটী এক্ষণে 'আচ্‌বল্‌' নামে খ্যাত; দিল্লী চাঁদনী চক্‌-সন্নিহিত উদ্যানটী 'বেগম বাগ' নামে অভিহিত ছিল, এক্ষণে Queens Garden আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই উদ্যানদ্বয়ে শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, প্রমোদভবন, জলপ্রণালী ও উৎস-সকল অতীব মনোরম এবং নেত্রতৃপ্তিকর।

সুবর্ণখচিত বহুবর্ণে চিত্রিত, আগ্রাদুর্গস্থ মর্ম্মর-নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত খাসমহলের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে জহান্‌-আরার অপূর্ব্ব

কক্ষরাজি দেখিলে তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আগ্রা-দুর্গের অন্দরমহলে দিউয়ান্-ই-খাসের পশ্চাতে যে-সকল কক্ষ আছে, তাহার দেওয়ালের তাকৃগুলিতে জহান্-আরার পুস্তকসকল সজ্জিত থাকিত ;—এই প্রবাদ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

জগতের ইতিহাসে জহান্-আরা পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে পরিকীর্ত্তিত। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সম্রাট্ শাহ্‌জহান্ যখন পুত্র আওরংজীব্ কর্ত্তৃক আগ্রাদুর্গে বন্দী, তখন জহান্-আরা আর রাজাধিরাজ-কন্যা নহেন ;—তিনি মর্ম্মপীড়িত পিতার একাধারে সান্ত্বনাদায়িনী মাতা ও সেবাপরায়ণা দুহিতা। সর্ব্বভোগত্যাগিনী, চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী জহান্-আরা এই সময় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বন্দী পিতার আমরণ সেবা করিয়া, ত্যাগের যে চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি গ্রীসরাজ-দুহিতা, পিতৃ-সেবিকা 'এণ্টিগনীর' সহিত একাসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। বিখ্যাত ফরাসী কবি লেকঁৎ ত্থলিলে তাঁহার বিষয়ে 'হিন্দু এণ্টিগনী' নামক এক প্রশংসাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

পুরাতন দিল্লীর পথে শেখ্ নিজাম্-উদ্দীন্ আউলিয়ার যে বিশাল সমাধি-ভবন আছে, তাহার ভিতরে প্রাচীরবেষ্টিত এক স্বল্পায়তন স্থানে জহান্-আরা সমাহিতা। তিনি জীবদ্দশায় স্বয়ং এই সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমাধিভূমে শ্যাম-

তৃণাস্তরণতলে নিরভিমানিনী জহান্‌-আরা অনন্ত-নিদ্রায় শায়িতা। কবরশীর্ষে মর্ম্মর-প্রস্তরে যে কবিতাটী খোদিত আছে, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত :—

"হু—আল্‌ হাই—আল্‌ কিউম্‌
বঘাএর্‌ সব্‌জা ন পোশদ্‌ কসে মজার্‌-ই-মরা
কে কব্‌রপোষ্‌-ই-ঘরিবান্‌ হামীঁ গিয়া বসন্ত্‌।
আল্‌-ফকীরা আল্‌-সনীয়া জহান্‌-আরা
মুরীদ্‌-ই-খ্বাজ্‌গান্‌-ই-চিশ্‌তী বিনৃত্‌-ই-শাহ্‌জহান্‌
বাদ্‌শাহ্‌ আনারুল্লা বুর্হানুহু সনে ১০৯২।"

অর্থাৎ,—তিনিই জীবন্ত—আত্মসত্ব। (কুরাণ তৃতীয় অধ্যায়) আমার সমাধি তৃণভিন্ন কোন [বহুমূল্য] আবরণে আবৃত করিও না। দীন-আত্মাদিগের পক্ষে এই তৃণই যথেষ্ট সমাধি-আবরণ। শাহ্‌জহান্‌-দুহিতা, চিশ্‌তী সাধুদিগের শিষ্যা, বিনশ্বর ফকীরা জহান্‌-আরা ১০৯২ হিজ্‌রা।

এই কবিতামধ্যে শাহ্‌জহান্‌-নন্দিনীর 'জীবনভরা নিঃসঙ্গতা ও দৈন্যের যে করুণ-কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ধূলার ধরণীর ব্যর্থ আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা অন্তরমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া বেদনায় সমস্ত হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিয়া দেয়।'

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা

যে গৃহস্থ কুলমহিলা উন্নত-আদর্শে, সুনিপুণ শিক্ষায়, শ্রান্তিহীন যত্নে বালিকা জহান্-আরার কলিকাহৃদয় প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, সেই অশেষ গুণবতী **সতী-উন্নিসার** সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এইখানে প্রদান করিব।

পারস্য দেশ হইতে যে-সকল কর্ম্মবীর ও দানশীলা রমণী আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, সতী-উন্নিসা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি পারস্যের অন্তর্গত মাজেন্দ্রানের জনৈক সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর কন্যা। যে পরিবারে তাঁহার জন্ম, তাহা বিদ্বান্ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদের বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সতীর ভ্রাতা তালিবা-ই-আমুলী জহাঙ্গীরের দরবারের রাজকবি; শব্দ-সম্পদে সে যুগে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সতীর স্বামী নাসিরা বিখ্যাত চিকিৎসক রুক্‌নাই কাশীর ভ্রাতা। ভারতে স্বামীর মৃত্যু হইলে সতী-উন্নিসা সম্রাজ্ঞী মুম্‌তাজ্-মহলের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই সদাচার-রতা বিধবার নির্ম্মল চরিত্র, কর্ম্মনৈপুণ্য, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণরাশির পরিচয় পাইয়া মুম্‌তাজ্ বুঝিলেন সংসারে এরূপ প্রত্যয়পাত্রী বিরল; তিনি সতীকে স্বীয় মোহর-রক্ষার ভার দিয়া সম্মানিত করিলেন। সতী-উন্নিসা অতি সুন্দরভাবে কুরাণ পাঠ করিতে পারিতেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষ্য প্রভৃতি আনুসঙ্গিক-সাহিত্যেও তাঁহার অধিকার ছিল। পারস্য গদ্য ও পদ্য উভয়

সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; এমন কি চিকিৎসা-শাস্ত্রও তাঁহার অধিতব্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান-গরিমার জন্য তিনি বাদ্‌শাহ্‌জাদী জহান্‌-আরার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হ'ন। *

শাহ্‌জহানের পর ষষ্ঠ মোগল-সম্রাট্‌ আওরংজীবের রাজ্যকালে আমরা তিনজন বিদুষী বাদ্‌শাহ্‌জাদীর পরিচয় পাই :—

আওরংজীবের রাজত্বকাল

জহান্‌-জেব্‌ বানু—সম্রাট্‌ শাহ্‌-জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকোর কন্যা ; ডাকনাম জানী বেগম। জানী জহান্‌-আরার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। আওরংজীবের তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ্‌ আজমের সহিত এই অনিন্দ্যসুন্দর পারিজাত-পুষ্প পরিণয়-প্রীতি-বন্ধনে গ্রথিত হ'ন (১৬৬৯ জানুয়ারী)। জহান্‌-আরাই কন্যা-সম্প্রদান করেন। অতুলনীয়া পিতৃষসার শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শে গঠিত জানী কেবলমাত্র বিদ্যাবত্তায় গরীয়সী ছিলেন না ;—রণস্থলে ইঁহার সাহস-শৌর্য্য ইতিহাস-পাঠককে চমৎকৃত করে। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (১০৯৫ হিজ্‌রা) কুমার আজম্‌ যখন বিজাপুর অবরোধ

* সতী-উন্নিসার জীবন-কাহিনী :—'The Companion of an Empress' in *Historical Essays* by Prof. Jadunath Sarkar, pp. 151-156.

করিবার প্রয়াস করেন, সে সময় তাঁহার দুর্দ্দশাপন্ন সৈন্যগণ খাদ্যের অভাবে হতাশমগ্ন,—এক প্রাণীও অস্ত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান হইতে অনিচ্ছুক,—সেই সময় জানী যদি হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তীর-ধনু-করে সমরবাসরে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে কুমারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইত (K. K., ii. 317) ; কিন্তু এই বীর্য্যবতী মহিলার আত্মত্যাগ-মহিমায়, উৎসাহে-উত্তেজনায় বীরহৃদয় মাতিয়া উঠিল ;—কুমারের হৃদিভগ্ন-সৈন্য বিজয়-হুঙ্কারে বিজাপুর-অবরোধে ছুটিল !

আওরংজীবের জ্যেষ্ঠাকন্যা **জেব্-উন্নিসা** একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। হাফিজা মরিয়ম্ নামে জনৈক বিদুষী মহিলার উপর জেবের শৈশব-শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। অত্যল্প বয়স হইতেই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা অতীব বলবতী ছিল। তিনি কুরাণ শুনিতে ভালবাসিতেন ; একদিন পিতার নিকট সমস্ত কুরাণখানির আমূল আবৃত্তি করিয়া, নিজ পারদর্শিতার পরীক্ষা দিয়া, সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। বালিকা-কন্যার অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তি-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, আওরংজীব্ তাঁহাকে ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন ও তাঁহার সুশিক্ষার জন্য কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, জেব্-উন্নিসা এই শিক্ষার সুফল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে

মুম্‌তাজ্‌-মহল

আওরংজীব্‌-দুহিতা জেব্‌-উন্নিসা

কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই। আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি লেখনী পরিচালনা করিতে পারিতেন। আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেক সময় জেবের সহিত সম্রাটের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা হইত।

ভারতেশ্বরের আদরিণী কন্যা হইয়াও, বিলাসব্যসনে আমরণ নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা,জ্ঞানানুশীলন ও সাহিত্যচর্চ্চাকেই জেব্ তাঁহার পুণ্যময় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকাগারে সংগৃহীত ধর্ম্ম ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও পবিত্র জীবন-যাপনের সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি নিজেও যেমন সাহিত্যানুরাগিনী, সাহিত্যিকগণেরও তেমনই উৎসাহদাত্রী। বহু দুঃস্থ লেখক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া সাহিত্যসেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জেব্ অনেক সুপণ্ডিত মৌলভীকে যোগ্য বেতনে নূতন পুস্তক প্রণয়ন, অথবা তাঁহার নিজের ব্যবহারার্থ দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির নকল-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিতেন। সম্রাট্ আওরংজীব্ কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন না; এই কারণে কোন কবিই তাঁহার দরবারে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু করুণারূপিনী জেবের করুণা হইতে যে তাঁহারা বঞ্চিত হ'ন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কন্যার করুণার ফল্গুধারা, আওরংজীবের আমলের সাহিত্যকে এইরূপে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

'দিউয়ান্-ই-মখ্ফী'তে জনৈক স্ত্রীকবির বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি কোন্ মখ্ফী, তাহা নির্ণীত হইবার কোন উপায় নাই। তৎকালে যে-সকল কবি গুপ্তনামে কবিতা প্রচার করিতেন, ফার্সীতে তাঁহাদিগকে 'মখ্ফী' বলা হইত। ফার্সী ভাষায় মখ্ফী এক নহে—বহু। কুমারী বাদ্শাহ্জাদীর হৃদয়ের নির্ম্মল ভাবধারা কোন্ মখ্ফীর আধারে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আজ কে নির্ণয় করিবে ? *

প্রকৃতি জেব-উন্নিসাকে সৌন্দর্য্যের ললামভূতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাহিরের রূপ ও অন্তরের পাণ্ডিত্য তাঁহার কবিপ্রতিভাদীপ্ত শুভ্র ললাটে যে গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা রাজকিরীট অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। মোগলের নিভৃত অন্তঃপুরে দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়াও জেব্ ঘন পত্রান্তরালে বিকশিত, সুরভিমণ্ডিত সুন্দর গোলাপ পুষ্পের ন্যায় আপনাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই—দেশ-দেশান্তরে তাঁহার যশ-সৌরভ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

জেব্-উন্নিসা ভ্রাতা মুহম্মদ্ আক্বরকে নিরতিশয় স্নেহচক্ষে দেখিতেন। এই জ্যেষ্ঠাভগিনীর প্রতি আক্বরেরও অগাধ বিশ্বাস,

* খান্ সাহিব্ আব্দুল্ মুক্তাদীর 'দিউয়ান্-ই-মখ্ফী'র বিস্তৃত সমালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছেন। See *Bankipur Oriental Public Library Catalogue*, Persian Poetry, iii. pp. 250-1.

অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। আকবর একখানি পত্রে জেব্‌কে লিখিয়াছিলেন—'যাহা তোমার, তাহাই আমার; এবং যাহা আমার, তাহাতে সর্ব্বসময়ে তোমার অধিকার রহিয়াছে।' পত্রের অন্যত্র আছে—'দৌলৎ ও সাগরমলের জামাতৃগণকে কার্য্যে নিয়োগ বা কর্ম্মচ্যুত করা তোমার ইচ্ছাধীন। তোমারই আদেশে আমি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছি। সমস্ত বিষয়েই তোমার আদেশ আমি কুরাণ ও প্রেরিত-পুরুষের 'হদীসে'র (*Traditions*) ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে প্রতিপালন করি।' ভগিনীর কিরূপ স্নেহ ও আন্তরিকতার জন্য আকবর তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা, তাঁহার উপর এত নির্ভর করিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহই জেবের কালস্বরূপ হইয়াছিল।

আকবর পিতার বিরোধী হইলেন; কিন্তু রাজসৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; আজ্‌মীরের নিকট তাঁহার যে শিবির সন্নিবেশ হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভ্রাতা আকবরকে জেব্‌-উন্নিসা যে-সকল গুপ্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, রাজসৈন্য কর্ত্তৃক শিবির অধিকৃত হইলে (১৬ই জানুয়ারী, ১৬৮১) তৎসমুদয় সম্রাটের করতলগত হয়। অপরাধী পুত্র তাঁহার হস্তবহির্ভূত; কিন্তু আওরংজীবের উদ্যত বজ্র নিরস্ত হইবার নহে—বিদ্রোহীর সহিত

ষড়্‌যন্ত্র করার অপরাধে তাহা এই পরিণাম-জ্ঞানবিহীনা রমণীর মস্তকে পতিত হইল। জেবের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ হইল—দিল্লীর সন্নিকটে সলীম্‌গড় দুর্গে সম্রাট্‌-নন্দিনী আমরণ বন্দী হইলেন (১৬৮১—১৭০২)। প্রজার কল্যাণসাধন করিতেছেন, এই বিশ্বাসে যিনি রাজ্যেশ্বর পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবল ক্রোধে অসহায়া রমণী তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত আমীর আলী জেবের একটী তথাকথিত কবিতা উদ্ধৃত * করিয়াছেন :—

"দীদা-আম্‌ জুলম্‌-ব-সিতান্‌ চন্দাঁ কে আজ্‌ জুলমৎ-ই-হিন্দ্‌
মীরবম্‌ কজ্‌ বহর্‌-ই-খুদ্‌ জায়ে-দিগর পয়দা কুনম্‌।"

অর্থাৎ—এত অধিক অত্যাচার ও অবিচার দেখিয়া আমার মনে হয়, এই হিন্দুস্থানের অন্ধকার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র (শান্তিধাম-অন্বেষণে) চলিয়া যাই।

তাহার পর সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতিবর্ষ স্নেহময়ী কুসুম-কোমলা জেব-উন্নিসাকে বন্দিনীর কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়। কারা-প্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে নিঃসঙ্গ বন্দীদশায় তখন তাঁহার

* *The 19th Century and After*, 1899, p. 772.

বেদনাভরা কবিচিত্তে কি ভাবের উদয়-বিলয় হইত, কত মর্ম্মশ্বাস-তপ্ত বিষাদ-গীতি মুকুলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মনে হয়, ঐ সময়েই তিনি খেদ করিয়া গায়িয়াছিলেন :—

কঠিন নিগড়ে বদ্ধ যতদিন চরণযুগল
বন্ধু সবে বৈরী তোর, আর পর আত্মীয়-সকল।
সুনাম রাখিতে তুই যা করিবি সব হবে মিছে,
অপমান করিবারে ছল-বন্ধু ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ-কারা হ'তে মুক্তি তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌ফী, রাজচক্র অতিবক্র বিরূপ কঠোর;
জেনে রাখ্‌ বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে এ লৌহ-কারাদ্বার।

(*Diwan of Zeb-un-nissa*, p. 17.)

লৌহদ্বার আর সত্য সত্যই ইহলোকে মুক্ত হয় নাই;—হইয়াছিল সেইদিন, যেদিন ভবভয়হারী আনন্দময় মৃত্যুর মহাবল বাহু জেব্‌-উন্নিসাকে তাঁহার অভীপ্সিত শান্তিপ্রদ মুক্তিরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রসারিত হয় (২৬এ মে, ১৭০২)। প্রকৃতি এখন অস্বাভাবিক প্রতিরোধের সম্পূর্ণ শোধ লইলেন; যে বাদ্‌শাহ্‌ এতদিন রাজনীতির নির্ম্মম প্ররোচনায় হৃদয় হইতে অপত্য-স্নেহ

সবলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তিনিও শোকবেগ ধারণ করিতে পারিলেন্ না। পাষাণ ভেদ করিয়া প্রবাহ বহিল। রাজ্যময় প্রজাবর্গের হাহাকারে বৃদ্ধ আওরংজীবের নীরস চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা ছুটিল। *

বদর্-উন্নিসা—সম্রাট্ আওরংজীবের তৃতীয়া কন্যা। সমগ্র কুরাণখানি ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠাভগিনী জেব্-উন্নিসার ন্যায় বদর্-উন্নিসা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না।

মোগল-সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় শৌর্য্যবীর্য্য গৌরব সব বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু হারেমে বিদুষী-মহিলার অভাব হয় নাই। প্রথম বহাদুর শাহ্-পত্নী **নূর্-উন্নিসা** মোগলের কালরাত্রি উদয় হইবার পূর্ব্বে গোধুলি-অন্ধকারে সন্ধ্যাতারার ন্যায় কিরণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি মীর্জ্জা সঞ্জর নজম্ সানীর কন্যা। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন (ii. 330) নূর্-উন্নিসা সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

প্রথম বহাদুর শাহ্‌র রাজত্বকাল

* জেব্-উন্নিসার বিস্তৃত জীবন-কাহিনী :— Prof. Sarkar's Aurangzib, i. 68-70 ; iii. 60-62 ; 'Love-affairs of Zeb-un-nissa' —Modern Review, Jany., 1916, pp. 33-36.

শেষ কথা

মোগলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-যুগেও যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, ইতিহাস তাহার সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত-পটে দুইজন বিদুষী রমণীর আলেখ্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত :—

সুল্‌তান্‌ আল্‌তামাশের অযোগ্য পুত্রগণের ব্যসন-স্রোতে যখন দিল্লীর সিংহাসন ভাসমান, সেই সময় ধূল্যবলুণ্ঠিত রাজদণ্ড এই বহু রাজগুণসম্পন্না বীর্য্যবতী রাজকন্যার করে ন্যস্ত হইয়াছিল। বিদুষী রাজিয়ার কুরাণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল ;—তিনি এই ধর্ম্মগ্রন্থ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন।* আওরংজীব্‌-দুহিতা জেব্‌-উন্নিসার ন্যায় ইনিও সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাত্রী ছিলেন।† কি প্রজাপালনে, কি রণাঙ্গনে সৈন্য-পরিচালনে, এই ন্যায়পরায়ণা বীরাঙ্গনার তুল্য-পারদর্শিতা ছিল। এই প্রজাপ্রিয় বিচক্ষণ সুল্‌তানা সম্বন্ধে একজন

রাজ্ঞী রাজিয়া

* **Ferishta, i. 217.**

† *Tabaqat-i-Nasiri*, p. 637.

ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ;—'Ruzea though a woman, had a man's head and heart, and was better than 20 such sons ; * * * those who scrutinise her actions most severely, will find no fault but that she was a woman.' (Ferishta, i. 217-18.)

মাহ্ মালিক্—আলা-উদ্দীন্ জহান্‌সোজের দৌহিত্রী ; ডাক নাম—জলাল্-উদ্-দুনিয়াও-উদ্দীন্। বিদুষী বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-প্রণেতা মিন্‌হাজ্ এক-প্রকার তাঁহারই যত্ন ও অনুগ্রহে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ্ তাঁহার গ্রন্থে বেগমের উচ্চপ্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, মাহ্ মালিকের হস্তাক্ষর রাজঅঙ্গশোভী মুক্তার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন ছিল। †

মাহ্ মালিক্

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাসেও স্ত্রীশিক্ষার নিদর্শন বিদ্যমান। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন, ‡ মালবাধিপতি সুলতান্ ঘিয়াস্-উদ্দীনের হারেমে পঞ্চদশ সহস্র মহিলা ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী, প্রার্থনা-পাঠকারিণী প্রভৃতিরও অসদ্ভাব ছিল না।

† *Ibid*,—Raverty, i. 392.

‡ "He (Gheias-ood-Deen) accordingly established within his seraglio all the separate offices of a Court, and had at one

মানবের বর্ত্তমান সভ্যতা ও উন্নতির তুলনায় যে যুগকে আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, কুসংস্কারবর্জ্জিত ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ-দৃষ্টিতে ইতিহাসের সে গভীর তামসী নিশায় সময় সময় যে উজ্জ্বল শিখার কিরণপাত হয়, তাহা অতীব বিস্ময়কর ও চিত্তগ্রাহী। অবশ্য, এই অভিনব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দিনে, এখনকার মত জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও শিক্ষার প্রসার তখন ছিল না। সত্য বটে, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ফার্সী পদ্য, কুরাণ-অভ্যাস এবং শেখ্ সাদী শীরাজীর 'গুলিস্তান্' ও 'বোস্তান্' অধ্যয়ন করাই মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার চরমসীমা ছিল; তথাপি অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যে-শিক্ষা রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপায়—যাহা তাঁহার চরিত্রের রমণীয় মাধুর্য্য বিকাশ করে, স্বভাবজাত কুপ্রবৃত্তিসকল নির্ম্মূল করিয়া তাঁহাকে উন্নতির পথে—জ্ঞানের পথে—কর্ম্মের পথে—সত্য ও ধ্রুবের পথে লইয়া যায়, তাহারও ঐকান্তিক অভাব ছিল না। বিশেষতঃ যে শিক্ষার চরম উন্নতি-নিদর্শন সুকুমার কলাবিদ্যার চর্চ্চায়, ললিত-শিল্পের অনুশীলনে ও মার্জ্জিত রুচির বিকাশে,—

time fifteen thousand women within his palace. Among these were *School-mistresses*, musicians, dancers, embroiderers, *women to read prayers*, and persons of all professions and trades." (Ferishta, iv. 236.)

মোগল-সম্রাট্গণের হারেমে তাহাও বিরল নহে ;—জহাঙ্গীর-মহিষী নূরজহান্ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

মানুষী লিখিয়াছেন, 'বাদশাহী হারেমে শাহ্জাদী ও অন্যান্য মোগল-পুরবাসিনীবৃন্দকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য বৃত্তিভোগিনী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকিতেন।' তাঁহারা রাজ-বংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন না ; কেবল গুণের পুরস্কার-স্বরূপ বাদ্শাহ্বৃন্দ তাঁহাদিগকে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। মানুষী আরও লিখিয়াছেন, 'মোগল-সম্রাট্গণের নিকট যে-সকল হস্তলিখিত দৈনন্দিন সংবাদ-লিপি ('ওয়াকিয়া') আসিত, তাহা পাঠ করিবার ভার মহলের বেতনভোগিনী মহিলাদের উপর ন্যস্ত ছিল ; রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় তাঁহারা সম্রাট্কে সংবাদ-লিপি পাঠ করিয়া শুনাইতেন।' *

* 'The matrons have generally three four, or five hundred rupees a month as pay, according to the dignity of the post they occupy. ... ... In addition to these matrons there are the female superintendents of music and their women players ; these have about the same pay more or less, besides the presents they receive from the princes and princesses. ... ... Among them are some who teach reading and writing to the princesses, and usually what they dictate to

মানুচীর এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রাজ-প্রসাদ-অভিলাষী সাধারণ ও মধ্যবিত্ত, এমন কি নির্ধন-পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। সম্ভ্রান্ত-বংশের ত কথাই নাই; পূর্ব্ব-বর্ণিত সতী-উন্নিসা ও মাহম্ আনগার জীবন-কাহিনী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর একটী কথা,—সভ্যতা, শিক্ষা, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে সঞ্চারিত হয়,—ইহা চিরন্তন ধারা। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার ধনী ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের গৃহে অনুসৃত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, মধ্যবিত্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিরা তাহা অনুকরণ করিয়া থাকেন। মানব-মনের এই দুর্দ্দমনীয় বাসনা চিরকাল সমভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

নির্ধন বা মধ্যবিত্তগণের জীবন-বৃত্তান্ত ইতিহাস আলোকিত করে না; কিন্তু সে সময়ের সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি প্রভৃতি যুক্তির আলোকে পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়,

them are amorous verses. Or the ladies obtain relaxation in reading books called 'GULISTAN' and 'BOSTAN' ... ... and other books treating of love, very much the same as our romances.........." (*Storia do Mogor*, ii. pp. 330-331.)

মুসলমান-যুগে, বিশেষতঃ মোগল-আমলে, যে সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার কতকটা প্রচলন ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

স্ত্রীশিক্ষা জাতীয় উন্নতির অঙ্গীভূত। যেদিন হইতে শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন মোগলজাতির অধঃপতন সূচনা হইয়াছে, সেদিন হইতে তাহাদের কুললক্ষ্মীগণও অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু ইতিবৃত্তের বিশাল দৃশ্যপটে তাঁহাদিগের যে ছায়াছবি চিত্রিত রহিয়াছে, আমরা এই ক্ষুদ্রপটে তাহার অবয়ব-রেখামাত্র অঙ্কিত করিলাম। পরুষহৃদয় পুরুষ অসি বা মসীময়ী লেখনীতে আপনার কীর্ত্তিকাহিনী লিখিয়া যায়; কিন্তু ভাবময়ী নারী মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে গভীরতর রেখায় আপনার অব্যক্ত প্রভাব অঙ্কিত করে। যে হস্ত শিশুর দোলায় দোল দেয়, সেই করই যে ধরাশাসন করে, পৃথিবীর সকল বীরজাতির ইতিহাসে এ নিগূঢ় সত্য পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে;—

'The hand that rocks the cradle

Rules the world!

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

(১) বেগম সমরু

(ঐতিহাসিক চিত্র)

৮খানি সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রশোভিত, মূল্য ॥৹

প্রবীণ সাহিত্যরথী 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। এই প্রাচ্য-মহিলার অপূর্ব্ব জীবন-কথা ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সত্যসত্যই উপন্যাস-বর্ণিত কাহিনী অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক;—কল্পনামূলক কাহিনী অপেক্ষাও বিচিত্র! এইজন্য একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন:—"*Such was the splendid termination of the slave-girl's career—a romance scarcely to be outdone by the most inventive fiction.*"—প্রকৃত কথা বলিতে কি, বেগম সমরুর অমানুষী প্রতিভা, অসামান্য প্রভুত্ব, অপরিমেয় দানশীলতা, সর্ব্বোপরি রণস্থলে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা পাঠ করিলে বিস্মিত হইবেন।

'বেগম সমরু' সম্বন্ধে দুই-চারিটী অভিমত

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ :—
"বেশ শুদ্ধ ও সুপাঠ্য হইয়াছে।"

Bengalee :—"The book will have a large patronage."

বাঙ্গালী :—লিখন-ভঙ্গী এমনই মধুর যে, পড়িবার সময় হয়, যেন একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়িতেছি। এমন উপাদেয় গ্রন্থের মূল্য ॥০ আনা।"

'ভারতবর্ষে'র সমালোচনায় প্রবীণ ঐতিহাসিক **শ্রীনিখিলনাথ রায়,** বি-এল্ বলেন :—"ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার পৌর্ব্বাপর্য্যে, প্রমাণের বিচারে, গ্রন্থখানি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। 'বেগম সমরু' ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে, এমন কি তাহা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে বলা যাইতে পারে।"

(২) বাঙ্গলার বেগম

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, তাহার উপর স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ের বাঁধাই। বহু হাফটোন্ চিত্র-সুশোভিত। মূল্য ৸০ আনা।

প্রবীণ ঐতিহাসিক **শ্রীনিখিলনাথ রায়,** বি-এল বলেন :—"এরূপ সুখপাঠ্য একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকে বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ বলা যাইতে পারে।"

প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

(৩) নূরজহান্

৫ খানি সুন্দর হাফটোন্ চিত্র-সুশোভিত। পাটনা খুদাবক্শ্ লাইব্রেরী হইতে গৃহীত দুইশত বৎসরের প্রাচীন নূরজহানের অপূর্ব্ব চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই। মূল্য ৸৹

ফার্সী ইতিহাস-অবলম্বনে লিখিত জগজ্জ্যোতিঃ নূরজহানের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী ;—পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক।

অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ বলেন ঃ—"এই সুলিখিত বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক জীবনীখানি অতি সুন্দর ছাপা ও বাঁধা হইয়াছে। এতদিনে বাঙ্গালা ভাষায় নূরজহানের বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে রচিত ও সমালোচনাপূর্ণ বিবরণ বাহির হইল ; ইহা বঙ্গভাষাভাষী-দিগের গৌরবের বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় একজন দক্ষ লেখক ; নূরজহানের মত বিষয় পাইয়া এবং সমস্ত আদি বিবরণগুলি ব্যবহার করিয়া, তাঁহার "নূরজহান্" অতি উপাদেয় ও সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর নূরজহান্ সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমগুলি আমাদের সাহিত্য ও মাসিক হইতে তিরোধান করিবে, এবং এই গ্রন্থকে **আদর্শ** করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য ঐতিহাসিক জীবনী রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে ধনী করিবে।"

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

(৪) BEGAMS OF BENGAL

প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য ৸৹ আনা।

বিলাতের H. Beveridge, I.C.S. ও Vincent A. Smith, I.C.S. কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মিত্র কোং,
১২২।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

(৫) মোগল-বিদুষী

সুন্দর বাঁধাই—মূল্য এক টাকা।

(ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে বাহির হইবে)

মোগল-অন্তঃপুরের উজ্জ্বলরত্ন জেব্-উন্নিসা ও গুল্‌বদনের জীবন-কাহিনী সরল ও সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান বাদশাহ্ ও বেগমগণের অলীক কলঙ্ক-কাহিনী পড়িতে পড়িতে যাঁহারা তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা একবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখুন, গ্রন্থকার কি গভীর গবেষণা-প্রভাবে ঐতিহাসিক সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। সম্রাট্ আওরংজীবের ধর্ম্মময়-জীবনের উপর কবিত্বময়ী জেব্-উন্নিসার জ্ঞানালোক সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তৎসঙ্গে ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, অক্লান্ত-কর্ম্মী সম্রাট্ বাবরের প্রিয়তমা কন্যা গুল্‌বদন্ বেগমের সুদীর্ঘ জীবনের বহুকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বেগম গুল্‌বদনের জীবনী শুধু ব্যক্তিগত জীবন-কথা নহে—ইতিহাস—মোগল-সাম্রাজ্যের প্রথম ও প্রধান ঘটনা।

প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।